তানজিম আল কায়েদাতুল জিহাদ

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলিম রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদিনের প্রতি নসিহত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছেন- {যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আলাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সুরা নিসা, ৪:৯৩) }
নিশ্চয়ই মুসলমানদের রক্তের সংরক্ষণ, এবং তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনার শরঈ নসসমূহ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থন লাভ করেছে। সুতরাং মুসলমানদের রক্ত আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সংরক্ষিত করার দ্বারা সংরক্ষিত, ফলে শরঈ হক ব্যতিত কারো জন্য সীমালঙ্ঘন করার বৈধ নয়। আর ইহা হচ্ছে মহান ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি মাকসাদ।

তাই আমরা শামে আমাদের উমারা (দায়িত্বশীল) ও যোদ্ধা ভাইদের প্রতি অনুরোধ করছি- আপনারা এই লড়াই বন্ধ করুন! আল্লাহর শরিয়াহ'র কাছে বিচার কামনা করুন! আল্লাহর সীমার মধ্যে অবস্থান করুন! তা অতিক্রম করবেন না!
আল্লাহর নির্দেশসমূহকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিন! তাঁর বিরোধিতা করবেন না! আপনারা আপনাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধকে আপনাদের শত্রুদের প্রতিরোধে সংরক্ষণ করুন!

আল্লাহ তাআলা বলেন- {আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। (সুরা আনফাল ৮:৪৬)}

হে উমারা ও দায়িত্বশীলগণ!
আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এক বিরাট দায়িত্ব ও মহান আমানত অর্পণ করেছেন। সুতরাং জানকে সম্মান করার দ্বারা এই আমানতকে সংরক্ষণ করুন, যে জানকে আল্লাহ তাআলা শরঈ হক ব্যতিত নষ্ট করাকে হারাম করেছেন।
জেনে রাখুন! অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে' সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক সহজ।
আপনারা আপনাদের অনুসারীদের অন্য মুসলমান ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পোষণের শুধু এই কারণে যে তাঁরা অন্য গ্রুপের- পরিবর্তে মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতার মর্যাদা সম্পর্কে দীক্ষা দিন!

হে নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ!
দুনিয়াবি বিষয়সমূহ, দলীয় অবস্থান এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারাসমূহের কারণে মুসলমানদের রক্তকে সস্তা মনে করবেন না! বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনকে সহজভাবে নিবেন না!
সুতরাং এগুলো রাব্বুল আলামিনের সামনে আপনাদের কোন উপকার সাধন করবে না!

তানজিম আল কায়েদাতুল জিহাদ
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলিম রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদিনের প্রতি নসিহত

হে মুজাহিদ ভাই!

আপনি আপনার ভাইয়ের রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন! আপনি আপনার ঘর অথবা দেশ থেকে আপনার মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে বের হন নি! নিশ্চয়ই আপনি দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বের হয়েছেন, আপনার কামনা ছিল নুসরাহ অথবা শাহাদাত বরণ!

ওই সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনি নিজ হাতে যা কামাই করেছেন, তা নিয়ে আপনাকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পাবেন! আপনি আল্লাহর সামনে মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কি জবাব দিবেন? আপনি একাকিই তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবেন, সাথে আপনার আমীর থাকবে না, আপনার জামাআহ থাকবে না!

আপনি যাকে হত্যা করেছেন, যার রক্ত প্রবাহিত করেছেন, সে তাঁর মাথা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি এই লোককে জিজ্ঞাসা করুন সে আমাকে কেন হত্যা করেছে? আপনি আপনার রবের কাছে কি জবাব দিবেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন- {আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (সুরা আম্বিয়া ২১:৪৭)}

আপনি রাসুল সাল্লালাহু আল্লাইহি ওয়াসালামের বানীকে ভয় করুন!

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার অন্য কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইশারা না করে। কারণ সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলিমকে হত্যার কারণে) সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে। (বুখারি-৭০৭২, মুসলিম-২৬১৭)

সুতরাং আপনি কিভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করতে পারেন? সাবধান! বান্দাদের উপর জুলুম করা ও তাঁদের হুকুক সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন! সুতরাং-

প্রত্যেক অপরাধ আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, অথবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে। (মুসনাদে আহমাদ-১৬৯০৭)

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেনঃ মু'মিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম ঘটায়। (বুখারি শরীফ-৬৮৬২)

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে জড়িয়ে ফেলার পরে তার ধ্বংস থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ছাড়া হারাম রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা)। (বুখারি শরীফ-৬৮৬৩)

তানজিম আল কায়েদাতুল জিহাদ

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলিম রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদিনের প্রতি নসিহত

সাবধান! নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদের ভীতিপ্রদর্শন, অন্য মুসলিমদের হকের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা এবং নিরপরাধ লোকদের রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত থাকুন!

যখন দুজন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বুঝা গেল। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার সে কেমন? তিনি বললেনঃ সেও তার বিরোধীকে হত্যা করতে আগ্রহান্বিত ছিল। (বুখারি শরীফ-৬৮৭৫)

হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের অন্তরসমূহের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিন! তাঁদের কাতারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন! তাঁদের মাঝে সংশোধন করে দিন! তাঁদেরকে ফেতনা থেকে হেফাজত রাখুন!
তাঁদের কথাগুলোকে একত্রিত করে দিন! এবং তাঁদের থেকে তাঁদের শত্রুদের চক্রান্তসমূহকে ফিরিয়ে দিন!

জেনে রাখুন! এই রক্তের নিষ্পাপতা ও বোঝা আপনাদের পরিপূর্ণরূপে বহন করতে হবে! রক্তের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন! জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন!

২৬ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি
২০ জুলাই ২০১৭ ইংরেজি

আস-সাহাব মিডিয়া

বাংলা প্রকাশনা